যুগান্তর

তারিখ 16 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

সিরাজগঞ্জের সিমলা ডিগ্রি কলেজ

শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক বেশি!

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিমলা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ কলেজে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক সংখ্যা বেশিসহ নানা বিষয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ দশার সৃষ্টি হয়েছে। কলেজে এসব অনিয়মের তথ্য সংগ্রহকালে যুগান্তরের সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জেহাদুল ইসলামকে ওই কলেজের একজন শিক্ষক হত্যার হুমকি দিয়েছেন। তিনি রোববার সরেজমিন ওই কলেজে গিয়ে দেখতে পান কলেজে কোনো শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নেই। অধ্যক্ষ অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন। এমনকি দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আখিরা জিনাত মহল তিনদিন ধরে ছুটি না নিয়ে ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় রয়েছেন। এ কলেজের মোট শিক্ষকের সংখ্যা ২৮ ও কর্মচারীর সংখ্যা ১২ জন হলেও সরেজমিন ১৬ জন শিক্ষক ও চারজন কর্মচারীকে উপস্থিত পাওয়া যায়। বাকি শিক্ষক-কর্মচারীরা কেন অনুপস্থিত, তার কোনো সদুত্তর কেউ দিতে পারেননি। উপস্থিত শিক্ষক-কর্মচারীরা অনুপস্থিতদের বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নেন। অফিস সহকারী লুৎফর রহমান ও ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আক্কাস আলীর কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কোথায় আছেন জানতে চাইলে তারা বলেন, কিছুক্ষণ আগে তিনি বাইরে গেছেন। পরে মোবাইল ফোনে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, শুক্রবার থেকে ব্যক্তিগত কাজে তিনি ঢাকায় রয়েছেন। এ কলেজের তিনজন শিক্ষক মো. আক্কাস আলী, সোহরাব আলী ও শফিকুল ইসলাম প্রায়ই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিরাজগঞ্জ শহরের রাশিদাজ্জোহা সরকারী মহিলা কলেজে অনারিয়ামের বিনিময়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন বলে জানান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. সাইফুল ইসলাম। ওই তিন শিক্ষককে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তারাও অন্য কলেজে ক্লাস নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। কলেজের গভর্নিং বডির দুই সদস্য জহুরুল ইসলাম ও সাবেক অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান শিক্ষার্থীর স্বল্পতা এবং শিক্ষকদের অনিয়মিত হাজিরার বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কলেজের বেশ কিছু অনিয়ম দেখা দিয়েছে। তবে নিয়মিত গভর্নিং বডির কোনো মিটিং না হওয়ায় তা উত্থাপন করা যাচ্ছে না। গভর্নিং বডির মিটিং হলে বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে বলে তিনি জানান। ওই কলেজে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর আমজাদ হোসেন এ তথ্য সংগ্রহের সময় হঠাৎ উত্তেজিত ও মারমুখী হয়ে যুগান্তর প্রতিনিধিকে বাধা প্রদান এবং দেখে নেয়ার হুমকি প্রদান করেন। এমনকি কোনো নেতিবাচক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হলে প্রাণনাশের হুমকিও প্রদান করা হয়।